দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB 17 2001
তারিখ
পৃঃ ৪ কঃ ৪

ভারতের নরম সুর ॥ ঢাকায় অবিলম্বে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব

অমিত বসু, কলকাতা থেকে ॥ কাঠমন্ডুতে দু'বছর আগে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও নানা কারণে হয়নি। এবার ঢাকায় করার কথা উঠেছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, কাঠমন্ডুর থেকে ঢাকা অনেক নিরাপদ এবং বাংলাদেশ সরকারও এই বৈঠকের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী। গত বছর ভারতীয় বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনায় নেপালের গাফিলতি ভারত সরকারকে ক্ষুব্ধ করে। ঋতিক রোশনের ছবি নেপালে নিষিদ্ধ হবার পর নেপাল ও ভারতের মধ্যে নতুন করে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাই শীর্ষ বৈঠকের স্থান হিসাবে কাঠমন্ডুর থেকে ঢাকাকেই বেশি পছন্দ করছে ভারত।

সার্ক শীর্ষ বৈঠকের দায়িত্ব নিতে শ্রীলঙ্কাও রাজি। তাদের বক্তব্য, তিন বছর আগে কলম্বোয় বৈঠকের পর এবারও যদি তাদেরই দায়িত্ব দেয়া হয়, তাহলে তারা সাগ্রহে তা গ্রহণ করবে। তবে বৈঠকের স্থান নিয়ে কথাবার্তা শুরু হলেও সম্মেলন অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

দু'বছরে পাক-ভারতের মধ্যে বরফ গলতে শুরু করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী শীর্ষ বৈঠকের ব্যাপারে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি ঠিকই, তবে পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভ অনেকটা স্তিমিত হয়েছে। শুক্রবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের ব্যাপারে বাজপেয়ী যে কোন দিন তাঁর মতামত জানিয়ে দিতে পারেন।

কারণ তিনি চাইছেন দিল্লী বা ইসলামাবাদ ছাড়া অন্য কোন তৃতীয় দেশের রাজধানীতে পাকিস্তানের সামরিক শাসক পারভেজ মোশাররফের সঙ্গে কথা বলতে। তাতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের বাতাবরণ তৈরি হতে পারে এবং সেই ক্যাজুয়াল আলোচনায় কূটনৈতিক চাপও কম হবে। মোশাররফের সঙ্গে বাজপেয়ীর ফোনে ইতোমধ্যে কথা হয়েছে। গুজরাটে ভূমিকম্পে পাকিস্তান ত্রাণ সাহায্যও পাঠিয়েছে। ভারত সাগ্রহে তা গ্রহণও করেছে।

১৯৯৯-এর নবেম্বরে কাঠমন্ডুতে সার্ক শীর্ষ বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থানে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় ভারত পাকিস্তানের ওপর বিরূপ হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানবিরোধী কূটনৈতিক প্রচারও শুরু করে। আমেরিকাও ভারতকে সমর্থন করে। ভারত জানিয়ে দেয়, পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কোন কথা হবে না। পাকিস্তানের সার্ক সদস্যপদ খারিজেরও দাবি তোলে দিল্লী। এমনি এক পরিস্থিতিতে সার্ক সম্মেলন বাতিল হয়ে যায়।

এদিকে পাকিস্তানও সার্কে নিজেদের অবস্থান সুনিশ্চিত করতে শ্রীলঙ্কার কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছে। শ্রীলঙ্কাকে তারা সামরিক সাহায্য দিতে শুরু করেছে। তামিল টাইগারদের মোকাবিলায় শ্রীলঙ্কা সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে তারা।

নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপের সঙ্গেও পাকিস্তান সম্পর্ক উন্নতির চেষ্টা চালাচ্ছে। সার্কের সব সদস্য দেশই এখন সার্ক সম্মেলনের পক্ষপাতী। ভারতকে তারা মনোভাব পরিবর্তনের জন্য চাপও দিচ্ছে। সার্ক সম্মেলন, দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও উন্নয়নের জন্য কতটা জরুরী তাও বোঝাবার চেষ্টা করছে। ভারত এখন আর আগের মতো আপত্তি তুলছে না। আবার জোর দিয়ে 'হ্যাঁ'-ও বলছে না। আর এ কারণেই সার্কভুক্ত দেশগুলো ভারতের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, ভারতের 'হ্যাঁ' শোনার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে রয়েছে।